গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ শাখা
www.ssd.gov.bd

স্মারক নং- ৫৮.০০.০০০০.০১৪.০৬.০০২.২০- ৫৭

তারিখ : ১৪ ফাল্গুন ১৪২৬ / ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০

বিষয় : জানুয়ারি, ২০২০-এর অধিদপ্তরসমূহের মাসিক সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, জানুয়ারি, ২০২০-এর মাসিক সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ০৫.০৩.২০২০ তারিখের মধ্যে হার্ডকপি সরাসরি ও সফট কপি (Nikosh font ১৩ সাইজে) ই-মেইল (admin3@ssd.gov.bd) প্রশাসন-৩ অধিশাখায় প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত : সভার কার্যবিবরণী

27.02.2020

(মোঃ আবদুল কাদির)
উপসচিব
ফোন #:+৮৮০ ৪৭১২৪৩৫৯
ই-মেইল : admin3@ssd.gov.bd

বিতরণ :

সুরক্ষা সেবা বিভাগ :

১. অতিরিক্ত সচিব ....(সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
২. যুগ্মসচিব ....(সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
৩. উপসচিব ....(সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
৪. সিনিয়র সহকারী সচিব ....(সকল),সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
৫. সিনিয়র সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা-১), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
৬. প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা। ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার অনুরোধসহ; এবং
৭. সহকারী সচিব.................(সকল),সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

অধিদপ্তরসমূহ :

১. মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা;
২. মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা;
৩. মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা;
৪. কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা এবং
৫. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, এজিবি ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

স্মারক নং- ৫৮.০০.০০০০.০১৪.০৬.০০২.২০- ৫৭

তারিখ : ১৪ ফাল্গুন ১৪২৬ / ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০

অনুলিপি :

১. যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও অর্থ),সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
২. সচিব-এর একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

(মোঃ আবদুল কাদির)
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৩ অধিশাখা
www.ssd.gov.bd

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর অধীন অধিদপ্তরসমূহের সাথে অনুষ্ঠিত জানুয়ারি, ২০২০-এর সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ শহিদুজ্জামান, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
তারিখ ও সময় : ১১ ফেব্রুয়ারি জানুয়ারি ২০২০, বেলা : ১১.৩০ ঘটিকা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা : পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি সুরক্ষা সেবা বিভাগের অধীন প্রতিটি অধিদপ্তর ও উইং-এর চলমান কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে আন্তরিকতা, দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করেন। তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় উপস্থাপন করার জন্য যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও অর্থ)-কে অনুরোধ করেন। অতঃপর যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও অর্থ) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় উপস্থাপন করেন।

ক্র.	আলোচ্যসূচি	সিদ্ধান্ত
১	গত সভার (ডিসেম্বর, ২০১৯) কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।	ডিসেম্বর, ২০১৯-এর সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিতে তা নিশ্চিত করা হয়।

ক্র.	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নকারী
২.১	**সমন্বয়সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা**		
	(ক) মসবৈ-০৫(০২)-২০১৪, তারিখ :১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ **বিষয় : বাংলাদেশ ও ব্রাজিলের মধ্যে কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল/সার্ভিস পাসপোর্টধারীদের ভিসা অব্যাহতি সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব অনুমোদন।** সিদ্ধান্ত : ৮। **সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত বাংলাদেশ ও ব্রাজিলের মধ্যে কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল/সার্ভিস পাসপোর্টধারীদের ভিসা অব্যাহতি সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব অনুমোদন করা হইল।** **আলোচনা:** গত ২৯.০৪.১৯ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরের অগ্রগতি জানতে চেয়ে আবারো পত্র প্রেরণ করা হলে, ২৪.০৬.১৯ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে জানানো হয় যে, চুক্তিটি এখনো ব্রাজিলের Ministry of Justice-এ বিবেচনাধীন অবস্থায় আছে এবং চুক্তিটির অগ্রগতির বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য জানতে চেয়ে ব্রাজিল এর বাংলাদেশ দূতাবাসে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। **মন্তব্যঃ বিষয়টি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পেন্ডিং আছে।**	• বাংলাদেশ ও ব্রাজিলের মধ্যে কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল/সার্ভিস পাসপোর্টধারীদের ভিসা অব্যাহতি সংক্রান্ত চুক্তিটি স্বাক্ষরের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।	**অতিরিক্ত সচিব (নিরা: ও বহি:)**
	(খ) মসবৈ-১৪(০৫)-২০১৪, তারিখ : ০৫ মে ২০১৪ **বিষয় : বাংলাদেশ ও সার্বিয়ার মধ্যে কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীদের ভিসা অব্যাহতি সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব অনুমোদন** সিদ্ধান্ত : ৮। **সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত বাংলাদেশ ও সার্বিয়ার মধ্যে কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীদের ভিসা অব্যাহতি সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব অনুমোদন করা হইল।** **আলোচনা:** বাংলাদেশ দূতাবাস রোম, ইতালি হতে ৩০.০১.১৯ তারিখে রোমে অবস্থিত সার্বিয়ান দূতাবাস জানিয়েছে যে, দূতাবাস বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় তৈরিকৃত খসড়া চুক্তির কপি পেয়েছেন। উক্ত খসড়া চুক্তিটিতে কিছুটা সংশোধনপূর্বক 'দুইজনের স্থলে 'একজন সাক্ষী' রেখে এবং বাংলা, ইংরেজি, সার্বিয়ান ভাষায় 'তিন প্রস্থের' স্থলে 'দুই প্রস্থ সম্পাদিত হলো' উল্লেখপূর্বক তৈরিকৃত চূড়ান্ত খসড়া কপি রোমের সার্বিয়ান দূতাবাসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, সার্বিয়া দ্রুত চুক্তি স্বাক্ষরে	• বাংলাদেশ ও সার্বিয়ার মধ্যে কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল/সার্ভিস পাসপোর্টধারীদের ভিসা অব্যাহতি সংক্রান্ত চুক্তিটি স্বাক্ষরের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।	**অতিরিক্ত সচিব (নিরা: ও বহি:)/যুগ্মসচিব (বহি:-২**

	আগ্রহী। তদানুযায়ী ০৫.০২.১৯ তারিখে সংশোধিত খসড়া চুক্তির কপি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ২৪.০৬.১৯ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে, সার্বিয়া কর্তৃপক্ষের পূর্বচাহিদা মোতাবেক সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত খসড়া চুক্তির বাংলা ও ইংরেজি কপি রোমের বাংলাদেশ দূতাবাসে প্রেরণ করা হয়েছে। **মন্তব্যঃ বিষয়টি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পেন্ডিং আছে।**		
	(গ) ২৮ অক্টোবর ২০১৯/১২ কার্তিক ১৪২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্ত : **বিষয় : বাংলাদেশ ও সাউথ আফ্রিকার মধ্যে কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীদের ভিসা অব্যাহতি সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব অনুমোদন।** সিদ্ধান্ত : ১৪। **বাংলাদেশ ও সাউথ আফ্রিকার মধ্যে স্বাক্ষরের জন্য** 'Agreement between The Government of The Republic of South Africa and The Government of the People's Republic of Bangladesh regarding the waiver of Visa requirement for holders of Diplomatic and Official Passports' **শীর্ষক চুক্তির খসড়া অনুমোদন** আলোচনা: ৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে চুক্তিটি স্বাক্ষরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। **মন্তব্যঃ বিষয়টি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পেন্ডিং আছে।**	• বাংলাদেশ ও সাউথ আফ্রিকার মধ্যে চুক্তিটি স্বাক্ষরের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।	**অতিরিক্ত সচিব (নিরা: ও বহি:)/যুগ্মসচিব (বহি:-২)**
	(ঘ) মসবৈ-০৫(০২)-২০১৬, তারিখ : ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ **বিষয়: 'বাংলাদেশ নাগরিকত্ব আইন, ২০১৬' এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন** সিদ্ধান্ত: ৮। **মন্ত্রিসভা বৈঠকের আলোচনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ সাপেক্ষে সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত 'বাংলাদেশ নাগরিকত্ব আইন, ২০১৬' এর খসড়া চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করা হইল।** আলোচনা: প্রস্তাবিত আইন সংশোধনক্রমে ভেটিং এর জন্য ২৮.০৩.১৬ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ০২.০৮.১৭ তারিখে খসড়া আইনের বিষয়ে সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের মধ্যে এতদ্বিষয়ে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে 'বাংলাদেশ নাগরিকত্ব আইন, ২০১৬' ভেটিংপূর্বক এ বিভাগে অদ্যাবধি ফেরত পাওয়া যায়নি।	• লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাথে ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক যোগাযোগ অব্যাহত রেখে ভেটিং কার্যক্রম সম্পন্ন করা।	**সকল অনুবিভাগ প্রধান/সংশ্লিষ্ট শাখা প্রধান**
	(ঙ) মসবৈ-২৮(১০)-২০১৮, তারিখ: ০৮ অক্টোবর ২০১৮ **বিষয়: 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮' এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন।** **'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ ১৪.১১.১৮ তারিখে মহামান্য রাষ্টপতির সম্মতি লাভ করেছে এবং একই তারিখে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। আইনটি ২৭.১২.১৮ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে।**	**বাস্তবায়িত**	

	(চ) মসবৈ-৩০(১০)-২০১৮, তারিখ: ২৯ অক্টোবর ২০১৮ **বিষয়-১:'মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে ২০১৮ সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর) প্রতিবেদন।** **সিদ্ধান্ত:** ৮। **প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের সময়ে (২০০৯ হইতে অদ্যাবধি) মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত যে সকল আইন নীতিগত বা চূড়ান্ত অনুমোদনের পরও মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রক্রিয়াধীন রহিয়াছে, গুরুত্ব বিবেচনায় সেইগুলি দ্রুত প্রণয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন হইবে। ইহা ছাড়া, বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রণয়নের আবশ্যকতা প্রতীয়মান না হইলে উক্ত বিষয়ে মন্ত্রিসভার গৃহীত সিদ্ধান্ত বাতিল করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। আইন ব্যতীত অন্যান্য সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও অনুরূপ কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করা যাইতে পারে। মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবগণ উপর্যুক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।**	• এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান(সকল)/অধিদপ্তর প্রধান(সকল) কর্তৃক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পাদনপূর্বক সমন্বয়সভায় অগ্রগতি উপস্থাপন করা।	**অনুবিভাগ প্রধান(সকল)/ অধিদপ্তর প্রধান (সকল)**
	(ছ) মসবৈ-২৯(১০)-২০০৬, তারিখ : ০৯২০০৬.১০. **বিষয়ঃ জেল কোড সংশোধনের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন।** **সিদ্ধান্ত : Jail Code Rules এর যেই সকল সংশোধন বা সংস্কার সম্পর্কিত বিধান বিভিন্ন আইনের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রথমে উক্ত আইন/আইনসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহিত পরামর্শক্রমে সংশোধন করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিয়া পর্যায়ক্রমে সংশোধিত বিধানসমূহ কার্যকর করিতে হইবে।** **আলোচনা:** ৮৩.। The Prison's Act ও জেল কোড সংশোধনের বিষয়ে গঠিত উপকমিটি কর্তৃক কারাগারকে সংশোধনাগারে পরিবর্তন করার উদ্দেশ্য The Prison's Act এর নতুন নামকরণ 'Bangladesh Prison's and Correctional Services Act, ২০১৭' এর প্রাথমিক খসড়া তৈরি করা হয়েছে। শুরুতে ১৫২টি ধারা ছিল । ইতোমধ্যে গঠিত উপকমিটি কর্তৃক ১৫২টি ধারা পর্যালোচনা করে প্রিজন্স এ্যাক্টের খসড়া প্রণয়নের পর্যালোচনা কার্যক্রম শেষ হয়েছে। বিদ্যমান আইন, পরিবর্তিত আইন (খসড়া) এবং পরিবর্তনের কারণ সম্বলিত তিন কলামের প্রতিবেদন প্রস্তুতের কার্যক্রম চলমান। এ সংক্রান্ত সর্বশেষ গত ৩০.১২.২০১৯ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। **৮.৪। Jail Code Rules-এর বাংলা ভাষায় একটি অনুবাদ প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।** **আলোচনা:**'Bangladesh Prison's and Correctional Services Act, 2017' এর প্রণয়ন কাজ শেষে Jail Code Rules এর বাংলা ভাষায় অনুবাদের কাজ শুরু করা হবে।	• মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত 'জেল কোড সংশোধন' কার্যক্রমের বিষয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক জেল কোড সংশোধন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।	**আইজি প্রিজন/অতিরিক্ত সচিব (কারা)/সংশ্লিষ্ট উপকমিটি**
	(জ) মসবৈ-০৬(০৪)/২০১৯, **তারিখ : ০১ এপ্রিল ২০১৯** বিষয়-১: **দেশে অগ্নিনির্বাপণ প্রতিরোধে করণীয় নির্ধারণ** সিদ্ধান্ত : ৭।১. **দেশে অগ্নিদুর্ঘটনার কারণ এবং করণীয় সম্পর্কে বিশদ আলোচনা হয়। দেশে বহুতল ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে 'Bangladesh National Building Code'-এর যথাযথ অনুসরণ এবং উহার প্রয়োগ নিশ্চিত করিবার আবশ্যকতা রহিয়াছে। দেশে জলাশয়, পুকুর, প্রভৃতি ভরাট করিয়া অপরিকল্পিতভাবে ভবন নির্মাণের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রায়শই বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি বিবেচনা করিয়া নকশা প্রণয়ন করা হয় না। ভবনে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে বাধ্যবাধকতা থাকিলেও ইহার কার্যকারিতা নিয়মিতভাবে পরীক্ষা ও পরিবীক্ষণ করা হয় না। ইহা ছাড়া এই বিষয়ে প্রশিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যাও**	• অগ্নিদুর্ঘটনা প্রতিরোধে মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্থানীয় সরকার বিভাগ, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণাল সভা আহবান করা। • এ বিষয়ে অগ্নি অনুবিভাগ/সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর প্রধান কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করা।	**অগ্নি অনুবিভাগ/ মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর**

	অপ্রতুল। অগ্নিদুর্ঘটনা প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করাও আবশ্যক। এই লক্ষ্যে দেশের সকল স্তরে অগ্নিনির্বাপণ, জরুরি উদ্ধার, জরুরি বহির্গমন ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ/ফায়ার ড্রিল এর আয়োজন করা আবশ্যক। সিদ্ধান্ত : ৭।২.ভবনের নকশা অনুমোদনকালে প্রদত্ত শর্তাবলি যথাযথভাবে অনুসরণ করিয়া ভবন নির্মিত হইতেছে কিনা তাহা পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। ভবন নির্মিত হইবার পর ভবনটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথাযথ কিনা এবং ভবনটি যথাযথ আইন/বিধি অনুসারে নির্মিত হইয়াছে কিনা তাহা নিশ্চিত হইয়া বসবাসযোগ্যতার সনদ বা (Occupancy Certificate) প্রদানের পরই ইউটিলিটি সংযোগ প্রদানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। প্রতিটি ভবনে বিশেষ করিয়া বহুতল ভবনের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা যথাযথ মানসম্পন্ন কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া প্রতিবৎসর অগ্নিনিরাপত্তা সনদ প্রদানের ব্যবস্থা করা যায় কিনা তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে। সিদ্ধান্ত : ৭.৩। অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাপনায় আরও আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রযুক্তি (বহুতল ভবনের উপযোগী উচ্চতাবিশিষ্ট মই, জাম্বু কুশন ইত্যাদি) ব্যবহারের লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ৮। অগ্নিদুর্ঘটনা প্রতিরোধে মন্ত্রিসভা-বৈঠকের আলোচনা অনুযায়ী স্থানীয় সরকার বিভাগ, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রণালয় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।		
	(ঝ) ২১ অক্টোবর ২০১৯/০৫ কার্তিক ১৪২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্ত বিষয়: মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন সিদ্ধান্ত: ৮.৩। উপস্থাপিত মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদনের সংশ্লিষ্ট অংশ পর্যালোচনা করিয়া তথ্য-উপাত্ত সংযোজন/সংশোধনের কোন প্রস্তাব থাকিলে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ তাহা আগামী ৭(সাত) দিন অর্থাৎ ২৮ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করিবে। ৮.৫। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পাশাপাশি প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগও পৃথকভাবে জরুরিভিত্তিতে স্ব স্ব কার্যক্রমের ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যের তথ্যাবলি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়া ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের ব্যবস্থা করিবে। ইহা ছাড়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের উক্ত সময়ে অর্জিত সাফল্য সম্পর্কে সর্বসাধারণকে অবহিত করিবার লক্ষ্যে প্রণীত বার্ষিক প্রতিবেদন স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের মাধ্যমে বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	বাস্তবায়িত • এ বিভাগের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন মুদ্রণ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।	প্রশাসন-২ শাখা
	(ঞ) মসবৈ-১৪)০৮/(২০১৯, তারিখ : ২৬ আগস্ট ২০১৯ বিষয়-১: মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে ২০১৯ সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন) প্রতিবেদন। সিদ্ধান্ত : ৯.২। ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে সামরিক শাসনামলে জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা বিবেচনা করিয়া প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন/পরিমার্জন ও রহিতক্রমে নূতন আইন আকারে বাংলা ভাষায় প্রণয়নের যে নির্দেশনা প্রদান করা হয়, তৎপরিপ্রেক্ষিতে যে-	• এতৎবিষয়ে সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান(সকল)/অধিদপ্তর প্রধান(সকল) কর্তৃক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পাদনপূর্বক সমন্বয়সভায় অগ্রগতি উপস্থাপন করা।	অনুবিভাগ প্রধান(সকল)/ অধিদপ্তর প্রধান (সকল)

	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে অনুরূপ অধ্যাদেশ অদ্যাবধি অনিষ্পন্ন রহিয়াছে সেইগুলির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সচিবগণ কর্তৃক দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক। ইহা ছাড়া '১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩' এবং '১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩'-শীর্ষক আইনদ্বয়ের তফসিলভুক্ত কোন অধ্যাদেশ আইন আকারে প্রণয়নের আবশ্যকতা না থাকিলে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সংশ্লিষ্ট তফসিল হইতে উহা বিযুক্ত করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক। <u>আলোচনা:</u> ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে সামরিক শাসনামলে জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা বিবেচনা করিয়া প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন/পরিমার্জন ও রহিতক্রমে নূতন আইন আকারে বাংলা ভাষায় প্রণয়নের যে নির্দেশনা প্রদান করা হয়, তৎপরিপ্রেক্ষিতে যে-সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে অনুরূপ অধ্যাদেশ অদ্যাবধি অনিষ্পন্ন রহিয়াছে সেইগুলির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সচিবগণ কর্তৃক দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক। ইহা ছাড়া '১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩' এবং '১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩'-শীর্ষক আইনদ্বয়ের তফসিলভুক্ত কোন অধ্যাদেশ আইন আকারে প্রণয়নের আবশ্যকতা না থাকিলে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সংশ্লিষ্ট তফসিল হইতে উহা বিযুক্ত করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক।		
	<u>(ট)</u> মসবৈ-১৪(০৮)/২০১৯, তারিখ : ২৬ আগস্ট ২০১৯ **বিষয় : মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে ২০১৯ সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন) প্রতিবেদন।** **সিদ্ধান্ত: ৯.৩। ইংরেজি ভাষায় প্রণীত বিদ্যমান আইনসমূহ যুগোপযোগী করিয়া বাংলায় প্রণয়ন করিবার বিষয়ে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবগণ কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন।**	• ইংরেজি ভাষায় প্রণীত বিদ্যমান ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের-৮টি, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের-১টি ও কারা অধিদপ্তরের-৫টি মোট-১৪টি আইন যুগোপযোগী করে বাংলায় প্রণয়নে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং অগ্রগতি সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করা।	সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ /অধিদপ্তর প্রধান
	<u>(ঠ)</u> মসবৈ-১১(০৬)/২০১৯, তারিখ: ১৭ জুন ২০১৯ **বিষয়৩- : সামরিক শাসনামলে জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহকে আইন আকারে প্রণয়ন এবং ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলের আইনসমূহকে যুগোপযোগী করিয়া বাংলা ভাষায় নূতনভাবে প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ** **সিদ্ধান্ত : ৩০.১। সামরিক শাসনামলে জারিকৃত অধ্যাদশেসমূহের আবশ্যকতা বিবেচনা করিয়া ঐগুলি প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিমার্জন ও রহিতক্রমে নূতন আইন আকারে বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবগণ দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।**	• এতৎবিষয়ে সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান(সকল)/অধিদপ্তর প্রধান(সকল) কর্তৃক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পাদনপূর্বক সমন্বয়সভায় অগ্রগতি উপস্থাপন করা।	**অনুবিভাগ প্রধান(সকল)/ অধিদপ্তর প্রধান (সকল)**
২.২	**ই-টেন্ডারিং : বাস্তবায়ন অগ্রগতি** চলতি অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ১৫টি, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরে ১৩টি, কারা অধিদপ্তরে ৪০টি, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে ২টি প্যাকেজ ক্রয়ের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **সিদ্ধান্তসমূহ :** • বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুসারে সকল প্রকার ক্রয় কার্যক্রম **ই**-টেন্ডারিং/ইজিপিতে সম্পাদন অব্যাহত রাখা; • বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তকৃত মালামালসমূহ বাজারদর যাচাই কমিটি কর্তৃক যথাযথভাবে যাচাইপূর্বক পণ্য/সেবা ক্রয় সম্পন্ন করা; • অধিদপ্তরসমূহে অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুসারে সকল প্রকার পণ্য/সেবা পিপিআরসহ সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক ১০০% ই-জিপি পদ্ধতিতে ক্রয় অব্যাহত রাখা; • অধিদপ্তরসমূহের ক্রয় কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ কর্তৃক follow up-এ রাখা।		**অধিদপ্তর প্রধান (সকল)/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান/উপসচিব (প্রশাসন-২)**

২.৩	**জেলা প্রশাসক সম্মেলন, ২০১৯-তে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ এবং আলোচনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি:**	সিদ্ধান্তসমূহ	
(ক) স্বল্পমেয়াদি :	**(ক) ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কারাগারের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।** **আলোচনাঃ** ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় ১০০ বন্দি ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ব্যারাকের নির্মাণকাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া বিদ্যমান মেঘনা ও তিতাস বন্দিভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান।	• ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কারাগারের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।	কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা অধিদপ্তর প্রধান
(খ) মধ্যমেয়াদি :	**(১) যে সকল কারাগারে বিদ্যুতের ডাবল ফেইজ সংযোগ নেই সে সকল কারাগারে জরুরিভিত্তিতে ডাবল ফেইজ বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপন করতে হবে।** **আলোচনাঃ** ২০টি কারাগারে ডাবল ফেইজ বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। আরো ১৭টি কারাগারে ডাবল ফেইজ বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপনের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩১টি কারাগারে ডাবল ফেইজ বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। **(২) শায়েস্তাগঞ্জ ফায়ার স্টেশনকে ২য় শ্রেণিতে উন্নীত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।** **ফকিরহাট ফায়ার স্টেশনকে 'বি' শ্রেণি হতে 'এ' শ্রেণিতে উন্নীত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।** **আলোচনাঃ** ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরে বর্তমানে স্টেশন সম্প্রসারণের যে সকল কার্যক্রম বিদ্যমান রয়েছে তন্মধ্যে সকল জেলা সদর স্টেশনকে 'এ' শ্রেণিতে উন্নীতকরণ এবং উপজেলাভিত্তিক স্টেশনসমূহকে 'বি' শ্রেণিতে উন্নীতকরণ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ফকিরহাট ফায়ার স্টেশনকে 'এ' শ্রেণিতে উন্নীত করার প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন/শ্রেণি নির্ধারণ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা/গাইড লাইন প্রণয়নের কার্যক্রম সম্পন্ন হলে নীতিমালা/গাইড লাইন এর কপিসহ প্রস্তাব প্রেরণের অনুরোধ করা হয়। **(৩) লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ ফায়ার স্টেশনটি ২য় শ্রেণিতে উন্নীতকরণসহ ২য় কলবিশিষ্ট পানিবাহী গাড়ি (পিক আপ) জরুরিভিত্তিতে সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।**	• সকল কারাগারে বিদ্যুতের ডাবল ফেইজ সংযোগ নেই সে সকল কারাগারে জরুরিভিত্তিতে ডাবল ফেইজ বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপনের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা। • ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন/শ্রেণি নির্ধারণ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা/গাইড লাইন প্রণয়নের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা। • শায়েস্তাগঞ্জ ফায়ার স্টেশনকে ২য় শ্রেণিতে এবং ফকিরহাট ফায়ার স্টেশনকে 'বি' শ্রেণি হতে 'এ' শ্রেণিতে উন্নীত করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা। • কালীগঞ্জ ফায়ার স্টেশনটি ২য় শ্রেণিতে উন্নীতকরণসহ ২য় কলবিশিষ্ট পানিবাহী গাড়ি (পিক আপ) জরুরিভিত্তিতে সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ করা।	কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা অধিদপ্তর প্রধান। অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান/ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর প্রধান।
(গ) দীর্ঘমেয়াদি :	**(১) কেন্দ্রীয় ও জেলা কারাগারে 'রিজিলিয়ান্স- নারায়ণগঞ্জ জেলা কারা গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি ও জামদানি উৎপাদন কেন্দ্র' এর অনুরুপ অথবা সামঞ্জস্যপূর্ণ ইন্ডাস্ট্রি নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।** (২) বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরে ই-পাসপোর্ট, One Stop Checking Service ও কার্গোসার্ভিস চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৩) প্রতিটি জেলায় পর্যায়ক্রমে একটি করে নিরাময়কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (৪) কুড়িগ্রাম জেলার সোনাহাট স্থল বন্দরে ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা চালু করতে হবে।	• **নারায়ণগঞ্জ জেলা কারা গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি ও জামদানি উৎপাদন কেন্দ্র' এর অনুরুপ অথবা সামঞ্জস্যপূর্ণ ইন্ডাস্ট্রি নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করা** • **বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরে ই-পাসপোর্ট, One Stop Checking Service ও কার্গোসার্ভিস চালুর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা** • **প্রতিটি জেলায় পর্যায়ক্রমে একটি করে নিরাময়কেন্দ্র স্থাপনের যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা।** • **কুড়িগ্রাম জেলার সোনাহাট স্থল বন্দরে ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা চালুর যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা।**	সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান/সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর প্রধান
২.৪	**(১) সরকারের ইশতেহার (নির্বাচনী ইশতেহার, ২০১৮) : সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশঃ**	• নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮-এর লক্ষ্য ও পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর ও কারা	**বাস্তবায়নে : অধিদপ্তর প্রধান/অনুবিভাগ প্রধান (সকল)**

অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট লক্ষ্য ও পরিকল্পনা নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা ও অগ্রগতি সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করা।

(২) মুজিববর্ষ ২০২০ উদযাপনঃ

- মুজিববর্ষ ২০২০ উদযাপন উপলক্ষে প্রণীত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী এ বিভাগসহ অধীন অধিদপ্তরসমূহ কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা।

২.৫ • **বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি :** ০৯ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম যথাসময়ে এবং যথাযথভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত অতিরিক্ত সচিব (অগ্নি) টিম লিডার, উপসচিব (প্রশাসন-২) সদস্য, উপসচিব (বাজেট-১) ফোকাল পয়েন্ট, সিনিয়র সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা-১) সদস্য ও প্রোগামার (আইসিটি সেল)-কে নিয়ে এপিএ টিম পুনর্গঠন করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত :

- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অধিদপ্তরের মাসিক সমন্বয়সভায় এজেন্ডাভুক্ত করে এপিএ-তে বর্ণিত সূচক অর্জনের অগ্রগতি আলোচনা করা।
- এপিএ টিম এবং দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ কর্তৃক এপিএ-তে বর্ণিত সূচক বাস্তবায়নে নির্ধারিত সময় অন্তর ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে অধিদপ্তর প্রধানগণ কর্তৃক এপিএ-তে বর্ণিত সূচক অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা এবং পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করে দেয়া।

অধিদপ্তর প্রধান (সকল)/ জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী, অতিরিক্ত সচিব (অগ্নি অনুবিভাগ) ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা

২.৬ **জনবল :**

সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং অধীন অধিদপ্তরসমূহের শূন্যপদ পূরণ কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদি :

মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ
এসএসডি	২৭৭	২০৮	৬৯
ডিএনসি	৩,০৩২	১,৩১৭	১,৭১৫
এফএসসিডি	১২,২০৪	১০,৯৬৫	১,২৩৯
প্রিজন	১২,১৭৮	১০,২৫৬	১,৯২২
ডিআইপি	১,১৬১	১,১০৬	৫৫
মোট =	২৮,৮৫২	২৩,৮৫২	৫,০০০

- এ বিভাগের অধীন অধিদপ্তরসমূহের পিএসসি-এর মাধ্যমে পূরণযোগ্য সকল প্রকার শূন্যপদ পূরণে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখা;
- অধিদপ্তরসমূহের নবসৃষ্ট শূন্যপদসহ সকল শূন্যপদের বিপরীতে নিয়োগ প্রক্রিয়া নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করা;

অধিদপ্তর প্রধান(সকল)/ সংশ্লিষ্ট উইং প্রধান/উপসচিব (প্রশাসন-১)

২.৭ **অডিটঃ**

সংস্থা	মোট আপত্তি	জড়িত টাকা	নিষ্পত্তি	অবশিষ্ট
এসএসডি	৮	৭,৯৪,৬২,৭২৯	২	০৬
ডিআইপি	৬২	৫৮১,৯৬,৯২,৭৮০	১৬	৪৬
ডিএনসি	১০৮	৭২৬,২৫,০৭,৫৫০/১১	৯১	১৭
প্রিজন	২০৫	৭৩,৫৩,৯১,৬৮৯	১৩৬	৬৯
এফএস সিডি	১২	২,৫৩,৮২,৬৮৯	০০	১২

- প্রত্যেক মাসে সমন্বয়সভায় নিম্নের ছকে অডিট আপত্তির তথ্য প্রদান অব্যাহত রাখা;

মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা	মোট জবাব প্রদানের সংখ্যা	জড়িত টাকার পরিমাণ	বিবেচ্য মাসে জবাব প্রদানের সংখ্যা	চলতি মাসে নিষ্পত্তিকৃত আপত্তির সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫

- সাধারণ আপত্তি যেন অগ্রিম আপত্তিতে রূপান্তরিত না হয় সে জন্য যথাসময়ে প্রমাণকসহ জবাব দেয়া।
- অগ্রিম অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য জরুরিভিত্তিতে অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগপূর্বক ত্রিপক্ষীয় সভার আয়োজন করা।

অনুবিভাগ /অধিদপ্তর প্রধান/উপসচিব (বাজেট-২) ও ফোকাল কর্মকর্তা

২.৮ পেনশনঃ

অধিদপ্তরের নাম	অনিষ্পন্ন পেনশনের সংখ্যা	মন্তব্য
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	১টি	ওয়ারিশ সনাক্তকরণের বিষয়ে কোর্টে মামলা চলমান।
কারা অধিদপ্তর	১টি	লাম্পগ্রান্ট মঞ্জুর করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:
- পেনশন কেস দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

বাস্তবায়নে: অধিদপ্তর প্রধান (সকল)/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ

২.৯ পরিদর্শনঃ জানুয়ারি, ২০২০

অগ্রগতিঃ বিবেচ্য মাসে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ কর্তৃক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ২টি, ডিআইপি ২টি ও এফএসসিডি ১৯টি কারা অধিদপ্তর ২টি মোট ২৫টি কার্যালয়/প্রকল্প পরিদর্শন করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তসমূহ :

- প্রত্যেক মাসে অধীন দপ্তরসমূহের মহাপরিচালকসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নিয়মিত চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসহ ও অধস্তন দপ্তরসমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন অব্যাহত রাখা;
- চলমান উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং মাঠ পর্যায়ের দপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত সেবার মান যাচাই করা এবং সেবার মান উন্নয়নে সেবা গ্রহীতাদের সাথে মতবিনিময় করা, বিরাজমান গুরুতর সমস্যাসমূহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট মতামতসহ লিখিতভাবে অবহিত করা।

বাস্তবায়নে: অধিদপ্তর প্রধান (সকল)/ অনুবিভাগ প্রধান(সকল)

২.১০ অনিষ্পন্ন বিষয়/পত্রাদি :

সভায় অধিদপ্তর প্রধান সকলেই জানান যে, সুরক্ষা সেবা বিভাগে অধিদপ্তর হতে প্রেরিত অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহের নিষ্পত্তির কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

অধিদপ্তরের নাম	পেন্ডিং চিঠির সংখ্যা
ডিআইপি	৮টি
ডিএনসি	৬
এফএসসিডি	৬৪টি
প্রিজন	৮০টি

সিদ্ধান্ত:
- নিম্নের ছকে অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ে অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহের তথ্য মাসিক সমন্বয়সভায় উপস্থাপনের লক্ষ্যে প্রতিমাসের ৭(সাত) তারিখের মধ্যে প্রশাসন-৩ শাখায় প্রেরণ অব্যাহত রাখা;

অধিদপ্তরের নাম:

ক্রম	পেন্ডিং চিঠির সংখ্যা		কতদিন যাবৎ অনিষ্পন্ন
	অনুবিভাগ	অধিদপ্তর	

- সুরক্ষা সেবা বিভাগের অনুবিভাগ প্রধানগণের সাথে আলোচনাক্রমে অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করা।

বাস্তবায়নে: অধিদপ্তর প্রধান/অনুবিভাগ প্রধান (সকল)

২.১১ প্রশিক্ষণ (জানুয়ারি, ২০২০): বার্ষিক ৬০ ঘন্টার প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ ঘন্টা।

অধিদপ্তরের নাম	কর্মকর্তা/কর্মচারীর শ্রেণি	ক্রমপুঞ্জিভূত প্রদত্ত প্রশিক্ষণ (ঘন্টা)
ডিআইপি	১ম	১২৫.৪৫
	২য়	২৮.১৫
	৩য়	১৬৩.৩
	৪র্থ	১১.১৫
ডিএনসি	১ম	১৩৩.১৮
	২য়	১.৪২
	৩য়	৫৯.৩৩
	৪র্থ	-
এফএসসিডি	১ম	৩.৪৩
	২য়	১৭.১৬
	৩য়	৭৭.৮৪
	৪র্থ	১১১.৭৩
প্রিজন	১ম	৩৭
	২য়	৩৮.৩০
	৩য়	৩৭
	৩য়	৪০
	৪র্থ	২৮.৩০

সিদ্ধান্তসমূহ:

- ডিআইপি-র ৪র্থ শ্রেণির, ডিএনসির ২য় শ্রেণির এবং ৪র্থ শ্রেণির, এফ এসসিডির ১ম এবং ২য় শ্রেণির ও প্রিজনের ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আরও দৃশ্যমান অগ্রগতি সাধন করা এবং নিম্নের ছকে প্রশিক্ষণের তথ্য এ বিভাগে প্রেরণ অব্যাহত রাখাঃ

কর্মকর্তা/ কর্মচারীর শ্রেণি	কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা	গত মাস পর্যন্ত জনপ্রতি প্রদত্ত প্রশিক্ষণ (ঘন্টা)	বর্তমান ম জনপ্রতি প্রদত্ত প্রশিক্ষণ (ঘন্টা

- এ বিভাগসহ সকল অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের জন্য বার্ষিক ৬০ ঘন্টার Need based প্রশিক্ষণ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করা।

বাস্তবায়নে: অধিদপ্তর প্রধান (সকল)/ উপসচিব (প্রশাসন-১) ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা।

২.১২ ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ : অধিদপ্তরসমূহের ওয়েবসাইটসমূহ নিয়মিত হালনাগাদ করার কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

- জারিকৃত জরুরি নোটিশসমূহ, জিও, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ, সভার কার্যবিবরণী, এনওসি, গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি, প্রকল্পের তথ্য হালকরণ ও বিভিন্ন প্রোগ্রামের ছবি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ যথারীতি ওয়েবসাইটে আপলোড/আপডেট করা;
- কারা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট পরবর্তী সভার পূর্বেই আপডেট/গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি আপলোড করা।

দায়িত্ব: অধিদপ্তর প্রধান (সকল)/ যুগ্মসচিব (বহি-৪ অধিশাখা)

২.১৩ ই-ফাইলিং:

বিভাগ/সংস্থার নাম	ক্যাটাগরি	গত মাসের অবস্থান	বর্তমান অবস্থান
সুরক্ষা সেবা বিভাগ	মধ্যম ক্যাটেগরির ১৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ	৩য়	৪র্থ
ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর	মধ্যম ক্যাটেগরির ১৮টি অধিদপ্তর	১৩তম	১২তম
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	ছোট ক্যাটেগরির ৩১টি অধিদপ্তর	১০তম	১৪তম
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা	ছোট ক্যাটেগরির ৩১টি অধিদপ্তর	৮ম	৮ম
কারা অধিদপ্তর	ছোট ক্যাটেগরির ৩১টি অধিদপ্তর	১৮তম	২০তম

- ই-ফাইলিং কার্যক্রম বাস্তবায়নে দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক আরো দৃশ্যমান অগ্রগতি সাধন করা;
- ই-ফাইলিং কার্যক্রম বাস্তবায়নের সামগ্রিক অগ্রগতি শাখা/অধিদপ্তরওয়ারী শতকরা হারে সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করা।

দায়িত্ব: অধিদপ্তর প্রধান (সকল)/ উপসচিব (প্রশাসন-১)

২.১৪ ইনোভেশন ও উত্তম চর্চা :

বিভাগ/সংস্থার নাম	ইনোভেশনের সংখ্যা	মন্তব্য
ডিআইপি	৬টি	
ডিএনসি	২টি	
এফএসসিডি	-	
প্রিজন	৫টি	

- মাসিক সমন্বয়সভায় বিভাগ/অধিদপ্তরওয়ারী ইনোভেশন ও উত্তমচর্চা বিষয়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা কর্তৃক মাসিক সভায় উপস্থাপন করা।

দায়িত্ব: অধিদপ্তর প্রধান (সকল)/প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ ও চিফ ইনোভেশন কর্মকর্তা

২.১৫ ভিডিও কনফারেন্সিং :

বিভাগ/ সংস্থার নাম	অনুষ্ঠিত ভিডিও কনফারেন্সের সংখ্যা	মন্তব্য
ডিআইপি	আইপি ফোনের মাধ্যমে ভিডিও কনফারেন্স করা হয়।	
ডিএনসি	০০	
এফএসসিডি	২১	
প্রিজন	৩	

- মাঠ পর্যায়ের দপ্তরের সাথে চলমান উন্নয়ন ও সেবামূলক কাজের মানোন্নয়নের জন্য প্রত্যেক মাসে অধিদপ্তর কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্সিং-এর আয়োজন করা।

দায়িত্ব: অধিদপ্তর প্রধান (সকল)/সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা

২.১৬ সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও অধীন দপ্তরসমূহে চলমান বিভাগীয় মামলার পরিসংখ্যান :

দপ্তর/সংস্থা	(এসএসডি)-এর ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির + অধিদপ্তরসমূহের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে চলমান বিভাগীয় মামলা	সুরক্ষা সেবা বিভাগ (এসএসডি)-এর ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির + অধিদপ্তরসমূহের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে আপিল মামলা	অধিদপ্তরসমূহের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে চলমান বিভাগীয় মামলা	অধিদপ্তরসমূহে র ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে আপিল মামলাস	মন্তব্য
এসএসডি	২	০	-	--	
ডিআইপি	৮	০	১১	০	
এফএসসিডি	২	০	৪৫	৩	
ডিএনসি	৩	০	৩৩	০	
কারা	১২	০	৫৮১	১	
মোট	২৭	০	৬৭০	৪	

দায়িত্ব: অধিদপ্তর প্রধান (সকল)/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান/আইন ও শৃঙ্খলা অনুবিভাগ/ প্রোগ্রামার

	সিদ্ধান্তসমূহ : • এসএসডি-এর ৩য় শ্রেণির ২টি, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে চলমান বিভাগীয় মামলা ৮টি এবং ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে ১১টি; মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে চলমান বিভাগীয় মামলা ৩টি এবং ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে ৩৩টি; কারা অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে চলমান বিভাগীয় মামলা ১২টি এবং ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে ৫৮১টি; ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে চলমান বিভাগীয় মামলা ২টি এবং ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে ৪৫টি সর্বমোট ৬৯৭টি বিভাগীয় পেন্ডিং মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা; • এছাড়া, দীর্ঘদিন যাবৎ পুঞ্জিভূত পেন্ডিং ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মামলার সংখ্যা ২৪৬টি, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মামলার সংখ্যা মামলার সংখ্যা ৬০টি, কারা অধিদপ্তরের মামলার সংখ্যা ১৫৩টি, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মামলার সংখ্যা ৫৩টি সর্বমোট ৫১২টি অন্যান্য শ্রেণির মামলা নিষ্পত্তির দৃশ্যমান পদক্ষেপ গ্রহণ করা; • এ বিভাগসহ অধিদপ্তরসমূহের মামলাসমূহের ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণ কর্যক্রম দীর্ঘদিন যাবৎ অনিষ্পন্ন আছে। এ বিভাগের প্রোগ্রামার কর্তৃক একটি ডাটাবেইজ প্রণয়নের অনিষ্পন্ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা এবং প্রত্যেক মাসে-এর আপডেট প্রদান করা। • যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা চলমান কিংবা যারা বিভাগীয় মামলায় অভিযুক্ত সে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে বিদেশে প্রশিক্ষণ কিংবা অনুরূপ কাজে প্রেরণের জন্য মনোনয়ন না দেয়া।		
২.১৭	**বিবিধ**		
	১৭.১ মুজিববর্ষ ২০২০ উদযাপন।	• মুজিববর্ষ ২০২০ উদযাপন উপলক্ষে প্রণীত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী এ বিভাগসহ অধীন অধিদপ্তরসমূহ কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা।	**অধিদপ্তর প্রধান সকল/ অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ)**
	১৭.২ পাসপোর্ট সংক্রান্তে এ্যাপস প্রস্তুতের অগ্রগতি :	• পাসপোর্ট সংক্রান্তে এ্যাপস প্রস্তুতের জন্য দৃশ্যমান কোন অগ্রগতি নেই, ডিজি,ডিআইপি কর্তৃক জরুরিভিত্তিতে এ্যাপস তৈরির কার্যক্রম সম্পন্ন করা।	**অতিরিক্ত সচিব (নিরা: ও বহি:)/ মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর।**

৩। সভাপতি এ বিভাগের কর্মকর্তাগণকে তাদের মেধা, মনন, প্রজ্ঞা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সহিত পালন করে সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ জানান। তিনি বলেন সেবা প্রদানকালে জনগণ যেন ভোগান্তির শিকার না হন সে বিষয়টি সর্বাগ্রে খেয়াল রাখতে হবে। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ শহিদুজ্জামান)
সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ,
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়